পরাজয় বন্দনা
অপরাহ্নে সুসমিতো

আমার কি কেউ নেই? আমি কোন দেশে থাকি বা কোন নগরে? আমার চেনা কেউ নেই তো? জল তো পড়ে পাতাও নড়ে বাতাস দোলে। কী সুন্দর অন্ধ আমি কিছুই দেখি না। না কেউ নেই কোথাও। সেনাবাহিনী মার্চপাস্ট করছে না,কুচকাওয়াজের শব্দ শুনি না,যেমন শুনি না সুর সুর গান। তবু ভয় ভয় লাগে। একা হলেই ভয় লাগে।আজকাল ঘরে ফিরতে মন চায় না। গভীর রাতের অন্ধকারকে জানান দিয়ে সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে।আকাশকে বলি:আকাশ বৃষ্টি দাও তো। জলে ভেজাও সারা লেবানন। বারুদের গন্ধ বৈরুত থেকে নিপাত যাক।আকাশ তোমার জল থেকে আমি কিছুই বাঁচাব না,শুধু বইয়ের পাতা ছাড়া। আমি ভিজে ভিজে প্রার্থনা করব:

রোদ্দুর আমি তোমাতে ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরি
অনল আমি তোমাতে পুড়ে পুড়ে বাড়ি ফিরি।

স্বপ্নে দেখি মধ্যরাত। স্বপ্নময় মানুষ (মানুষ কি আদৌ স্বপ্ন দেখে?) অশ্বারোহী হয়। কি ওদের এত রাতে? ঘুমন্ত মানুষগুলো কি জেগে উঠবে না ইসরায়েলের শব্দ শুনে?

মনে হয় পরাজিত হচ্ছে কুসুম ও কলি। ঘুম পরাজিত হয় মধ্যরাতের শব্দে। শব্দগুলো কী বিভীষিকাময়! শব্দগুলো কি ৭১?

হু হু কেঁদে ওঠে গাছ,নগর,সরু পথ। কখন রাত্রি শেষে আসবে রোদ্দুর? হাসপাতালে জেগে থাকে অসুখী কিশোর। ওই কিশোরকে দেখতে ইচ্ছে করে। ওর গোপন দেরাজে কি প্রথম প্রেম? আমার বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। হাঁটি। তৃষিত জলৌকা হই আচমকা। এরকম চমক রাতে নিরুপায় হাঁটতে থাকি। হানাহানি তুমি মরো।

মধ্যরাতে আর ছায়া দেখি না। পাগলের মতো নিজের অবয়ব-ছায়া দেখব বলে দিঘির দিকে যেতে চাই,এই আমার জমজম। কোথায় ছায়া? জন্ডিস শহরে এতো হলুদ লাগে নিজেকে। মনে হয় অর্ন্তবাসগুলোনও হলুদ হয়ে আছে। আমাদের ও আষাঢ়

আছে ভেবে সান্ত্বনা পাই । সান্ত্বনা কঠিন । ধুধু করে ওঠে আমার অনল অন্তরাত্মা,গভীর রাত । আয়নাবিহীন রাত ।

স্তব্ধতা ধীরে নামে ধীরে,মামলাগুলো লোপাট হয়
মধ্যরাতে,জাতীয়তাবাদী বৃন্তে স্বৈরাচার ফুল ফোটে অকাতরে,
ভিন গোলার্ধে বাস করে সুসমার মতো পান্না ।অভিধান ভরে ওঠে পরাজয়ের সমার্থক শব্দে । মোম ঘর বাঁধে অন্ধকারে ।

একদিন কনে দেখা আলোর কাছে নুয়ে থাকবে অপরাহ্ণ । আকাশ ছোঁয়া বাড়ি থেকে সখি পতাকার মতো হাত নেড়ে বলবে : ও ব্যর্থতার উপসচিব,বাড়ি ফিরে যাও । বাবুই পাখির মতো স্বদেশ বাঁধো ।

আমিও কি বলব : দেশকে চলো । বাঁধি ।